মিসিসিপি পারের ডায়রী

১

গঙ্গার নাম রঙ্গিনী
আকাশের ঢঙ দেখো
বিকেলের মেঘে তার সর্বাঙ্গে লাল রঙ লেখা
বিশাল বজরা যায় মরালের ভঙ্গিমায়
ধীরগতি, সাহেব সারেং ।

এ বড় নিঃসঙ্গ তীর
বুনো ঝোপ, বীয়ারের ভাঙা ক্যান, স্বপ্নভঙ্গ হয়ে যায়
অনঙ্গ মায়া জাগে, সেই সব মেয়েদের ভাবি -
মনে পড়ে ছইনৌকা তরঙ্গিত, হাওড়ার ব্রীজ আর
অঙ্গে অঙ্গে জ্বলে প্রাণময় আলোর শহর
ফেলে আসা কলকাতা, ফেলে আসা নদীতীর কথা ।

২

নিকষ আঁধারেও স্থিরচোখে প্রেম জেগে থাকে
জাহাজেরা চলে যায়, যন্ত্রচালিত ডিঙা চলে,
পাড়ের রাস্তা শোনে মানুষের ক্ষীণ চলাচল
এমন উপেক্ষাও সহ্যে থাকে, নদীর স্বভাব
রাত হলে জোনাকিও ডানাখোলা মানা মনে করে,
ঝিঁঝির শব্দ চুপ হয়ে যায় মহাজাগতিক ।

পশ্চাৎপট থেকে মুছে যায় শহরের রেশ
কেবল জলের শেষে পরপারে আলো জ্বলে ওঠে
জলের প্রবাহ নিয়ে মহাদেশ কান্না মেটায়
সন্ধের দিনান্তে রাত নামে মিসিসিপি তীরে ।

৩

মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়েছি
শতাব্দী আগে ঠিক এই জলে রক্ত ভাসছিলো
এখন শুধুই শবদেহ
আমার বাঁপাশে পড়ে আছে
শ্বাপদের অরণ্য
যার গাছে গাছে নিকষিত বিষ
ঘাষে আর গুল্মে আছে লেলিহান চিতার ফুলকি
সাদাসাদা ফুলের কুয়াশা
কবর ভরিয়ে দেবে বলে এমন রাতেই ফুটে ওঠে ।

একটা স্বরের জন্য প্রগাঢ় অপেক্ষা এখানেই
নেতিবাক্য যদি শুনে ফেলি
নিকষ আঁধারে এই কালো জলে নেমে যাবো আমি
পেছনে পড়ে থাক সভ্য শহর
যুদ্ধে যুদ্ধে গড়ে তোলা মানুষের বিজয়নিশানে
যে আলোরা ঝলমল করে -
সামনে, নদীর জলে,
কালোছায়া ফেলে দাঁড়িয়েছি
জঙ্গলে শোনা যায় বিষধর হিস্‌হিস্‌
কোথাও খোলস পড়ে, কোনও কান্ডে বিষদাঁত গোঁজা
জল থেকে ওরা ভেসে ওঠে
প্রাণীর চামড়া খাবে বলে ।
ইতিকথা ভুলে যাই
কারক, করণ ও বিধেয়রা
মনের অসাড় কোণে মারামারি করে
মারা পড়ে -
এই গাঢ় মৃত্যু আঁধারে
নদীকেও ভুলে যাই আমি
জঙ্গলে মুখ পেতে ডাকি
সাপেরা সকলে উঠে এসো
বিষদাঁতে খেয়ে যাও অর্থহীন শরীর আমার
খুবলে চামড়া খেয়ে নাও
অনর্থ সাপেরা এসো ।